ডুবুরি

সূর্যের আলোয় উদ্ভাসিত, সমুদ্রের নানা অঙ্গে
এক মাছের ঝাঁক দেখা করে অন্য ঝাঁকের সঙ্গে-
ডুবুরি হ'য়ে কাছে গিয়ে সেই মিলনের রঙ্গে
দেখা হোলো সকাল বেলায় 'ডলফিন' দলের সঙ্গে।

আরো আছে, হাঙর আছে, নানান মাছের সঙ্গে
কুমীর কাছেই খেলা করে বিচিত্র সব ভঙ্গে।
অন্তরঙ্গ তিমি যেন গা ঘেঁসে গায় গান
নুড়ির মাঝে লুকিয়ে থাকে শতসহস্র জান।

কাঁচের মতো সচ্ছ জলে, পাথর কণায় চক্ষু খোলে
স্থির হয়ে তাই লক্ষ্য করি, ক'রছে কি সে চক্ষু মেলে?
রঙিন ছোট্ট শরীরধারী নানান রংএর মাছ
খেলার ছলে কাছে গেলেই হ'য়ে গেলো ব্যাস!

হঠাৎ তখন খপাত ক'রে লম্বা জিভের ডগায়
শিকার ধরে মুখে পুরে এদিক ওদিক তাকায়!
ডুবুরি হয়ে চ'লতে ফিরতে কতোই এমন দেখি-
জলজ প্রাণী আমায় ভাবে-নতুন প্রাণী নাকি?

ওখানে কেউ করে না তাড়া হাঙর, কুমীর ছাড়া
ওদের জাত কাছে ঘেঁসলেই প্রাণ বাঁচানোর তাড়া-
হুলুস্থুল লেগে যায় হেথা হোথা সেথা
মাছের ঝাঁক দৌড়ে পালায়-নিরাপত্তার ওই প্রথা!

আমিও তখন সতর্ক হই, অস্ত্র ধ'রি হাতে
তটস্থ হই, সোজা তাকাই, ব্যস্ত নিজেকে বাচাঁতে-
হাঙর ভায়া একাই আসে, তীক্ষ্ণ দৃষ্টে দ্যাখে
কোন মাছগুলো করবে শিকার কোন্ কোন্ ঝাঁক থেকে।

পেট পুরতে তার সময় লাগে না-আপন শিকার সেরে
চোখ পাকিয়ে ল্যাজ ঘুরিয়ে সটান হাঁটা মারে-
হাঙর গেলে নিশ্চিন্ত হই, মাছের ঝাঁকও ফিরিয়ে পাই, তখন তাদের রঙ্গে
মজা দেখি, খেলা করি, ছবি তুলি, ভাব করি নানান দলের সঙ্গে।